যুগান্তর

তারিখ 15 SEP 2005
পৃষ্ঠা

ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তি সমস্যা

অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে আমাদের দেশের অনেক বেশি ছাত্রছাত্রী ব্রিটিশ কাউন্সিল পরিচালিত ক্যামব্রিজ ও লন্ডন ইউনিভার্সিটির জিইসি, ও-লেভেল এবং এ-লেভেল পরীক্ষা দিচ্ছে। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত ভাল ফলাফল করছে। হরতাল অথবা অন্য কোন অনভিপ্রেত ঘটনায় এদের পরীক্ষার তারিখ কোনদিনই পরিবর্তন করা হয় না। কারণ সারাবিশ্বে একই দিনে একই সময়ে সব কেন্দ্রে একই সঙ্গে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ গত ১৮ মে বাংলাদেশে হরতাল থাকায় সেদিনের এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। কিন্তু সেদিন এ-লেভেলের পরীক্ষা ঠিকই রাত সাড়ে ৭টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিশ্বমানের কোর্স কারিকুলাম, সিলেবাস ও বইপত্র অনুসারে লেখাপড়া করেও এরা নিজ মাতৃভূমিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষায় এদের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্ন তৈরি করা হয় না, বরং এইচএসসি'র সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়, যা এ-লেভেল সিলেবাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক পাঠ্যক্রম এবং প্রশ্নের ধরন ও কাঠামো একেবারেই ভিন্ন।

এ-লেভেল পরীক্ষার্থীদের অ্যাপ্লাইড (প্রায়োগিক) ক্রিয়েটিভ (সৃজনশীলধর্মী) ধরনের প্রশ্ন দেয়া হয়, যাতে করে তারা বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারে কিনা তা যাচাই করা যায়। পক্ষান্তরে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল থাকে। এখনও বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে বিরাট বিরাট রচনা এবং প্রশ্ন লিখতে দেয়া হয়। অন্যান্য বিষয়েও বড় বড় কিছু Stereotype প্রশ্ন দেয়া হয়। এই ব্যতিক্রমের জন্য এ-লেভেল পাস করা মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বুয়েট, মেডিকেল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি হতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে কোন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে গেলেও তারা সমস্যার মুখোমুখি হয়। দু'বছরের এইচএসসি কোর্স দু'তিন মাসে আয়ত্তে এনে ভর্তি পরীক্ষায় ভাল করা অনেকটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। দেশের ভাল ভাল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের আর লেখাপড়ার সুযোগ থাকে না। ফলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে টাকার বিনিময়ে কেউ কেউ ভর্তি হলেও পড়াশোনার মান ও বিরূপ পরিবেশের জন্য অনেকেই সেসব জায়গায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়; ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়াশোনা করে তারা সবাই ধনী লোকের সন্তান। এ ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক নয়। আমার জানা মতে, অনেক উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ছেলেমেয়েরাও ইংরেজি মিডিয়ামে লেখাপড়া করছে। যেহেতু তাদের বাবা-মা বিদেশে নিজের উচ্চশিক্ষার সময় তাদের সন্তানদের বিদেশে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে বাধ্য হন, দেশে ফিরে এসে তারা বাংলা কম পারার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের সন্তানদের বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করাতে পারেন না। কারণ ক্লাস ফোর বা সিক্সের একটি বাচ্চাকে হুট করে বাংলা স্কুলে ভর্তি করা অসম্ভব। এই উচ্চশিক্ষিত অথচ সীমিত আয়ের অধিকারী বাবা-মা সবরকম বিলাসিতা ও চাহিদাকে বাতিল করে সন্তানের শিক্ষাটিকে গুরুত্ব দেন। কিন্তু এ-লেভেল পাস করার পর ছেলেমেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে পড়াশোনা করানো বিরাট খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার বলে অনেকের পক্ষে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে তারাও এ দেশেরই সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে এদেরও আছে সমান অধিকার। এসব মেধাবী ছেলেমেয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটা কারিকুলামে পরীক্ষা দিয়ে এত ভাল ফলাফল করেছে অথচ দেশেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রথমেই প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে। পাশাপাশি সুযোগমতো বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৃত্তি দিয়ে এদের মেধা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা শেষে নাগরিকত্ব পেয়ে থেকে গেলে বাংলাদেশের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। এসব মেধা দেশের উন্নয়নের কাজে লাগানোর জন্য এদের ভর্তি পরীক্ষায় যথাযথ সুযোগ প্রদান করা উচিত। সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এদের কারিকুলাম অনুযায়ী আলাদা প্রশ্নপত্র তৈরি করে পরীক্ষা নেয়া যায়। সব পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেডের মানদণ্ড বিবেচনা করে মোট আসনের ১০ ভাগ সিট এদের জন্য বরাদ্দ রাখা যায়। আমি আশাবাদী যে, এই সুযোগের ফলে যদি এসব ছেলেমেয়ে দেশে থাকতে পারে তবে, ভবিষ্যতে এরা দেশের সেবায় নিজেদের কাজে লাগাতে পারে। যে উচ্চশিক্ষিত বাবা-মায়েরা এত ত্যাগের বিনিময়ে সবরকম সুশিক্ষা দিয়ে সন্তানকে তিলে তিলে গড়ে তোলেন তারাও তাঁদের অতিপ্রিয় সন্তানকে কাছে রেখে আর্থিক সাশ্রয় ও মানসিক শান্তি পেতে পারেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে যথাশিগগির সিদ্ধান্তে উপনীত হলে সবাই উপকৃত হবেন।

ডা. লুৎফুন নাহার, পিএইচডি (জাপান)
চর্ম, এলার্জি ও ডার্মাটোসার্জারি বিশেষজ্ঞ,